শৈলকুপায় প্রতিপক্ষের হামলায় আহত ভ্যানচালকের মৃত্যু

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার বগুড়া গ্রামে বিএনপির দুই গ্রুপের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে কোন্দলের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় গুরুতর আহত ভ্যানচালক একেন আলী মোল্লা (৫৮) মারা গেছেন।

সোমবার রাতে উন্নত চিকিৎসার জন্য ফরিদপুর থেকে ঢাকা নেওয়ার পথে মধ্যরাতে তার মৃত্যু হয়। নিহত একেন আলী মোল্লা বগুড়া গ্রামের আদালত মোল্লার ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শৈলকুপার বগুড়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর আওয়াল এবং সাধারণ সম্পাদক জামির হোসেনের সমর্থকদের মধ্যে এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। গত বৃহস্পতিবার (২৫ জুন) সাধারণ সম্পাদক জামির হোসেনের সমর্থক এনা শেখকে ইয়াবাসহ আটক করে পুলিশ। জামিরের পক্ষের লোকজনের ধারণা ছিল, সভাপতি আব্দুর আওয়ালের সমর্থক মতিয়ার রহমানই পুলিশকে তথ্য দিয়ে এনাকে ধরিয়ে দিয়েছেন।

এই ঘটনার জের ধরে ওইদিনই জামিরের লোকজন মতিয়ারের ওপর হামলা চালায়। পরবর্তীতে এর কাউন্টার হিসেবে আওয়ালের সমর্থকরা পাল্টা জামির হোসেনের দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর চালায়। উভয় পক্ষের এই উত্তেজনা রূপ নেয় বড় সংঘর্ষে। গত শনিবার (২৭ জুন) সকালে জামির হোসেনের সমর্থকরা দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আব্দুর আওয়ালের লোকজনের বাড়িঘরে অতর্কিত হামলা চালায়।

হামলায় অন্তত ৫টি বাড়িঘর ভাঙচুরসহ ভ্যানচালক একেন আলী মোল্লাকে ধারালো অস্ত্রর দিয়ে কুপিয়ে জখম করা হয়।

স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে সোমবার তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। তবে ঢাকায় পৌঁছানোর আগেই সোমবার মধ্যরাতে তার মৃত্যু হয়।

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিল্লাল হোসেন জানান, সামাজিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষে আহত এক ব্যক্তির মৃত্যু

হয়েছে। এলাকার পরিস্থিতি এখন পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ঘটনার সাথে জড়িতদের আটকে পুলিশি অভিযান চলছে। তিনি বলেন, একেন আলী মোল্লা আহত হওয়ার পর যে মামলাটি করা হয়েছিল সেটা হত্যা মামলায় রুপান্তরিত করা হবে।

গাংনীতে জমি দখল নিয়ে বিরোধ, প্রতিপক্ষের হামলায় আহত ৬

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামুন্দি বাজারে শরিকানা জমি ভাগাভাগি সংক্রান্ত বিরোধে নারী ও বৃদ্ধসহ ৬ জনকে অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে আহত করেছ প্রতিপক্ষরা । আজ বুধবার (২০ নভেম্বর) দুপুরে বামুন্দী বাজারে এ হামলার ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন,মৃত দেলবার মন্ডলের ছেলে আজিজুল হক (৬৮), ছেলে দুলাল হোসেন (৩৬), জালালের স্ত্রী রেক্সোনা খাতুন (৩০), জলিমুদদিনের ছেলে মজিবুল হক (৪০), আকিজুল ইসলামের ছেলে জালাল উদ্দিন (৪০) ও নাইম (২০)।

আহতদের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে আজিজুল হকের অবস্থা আশংকা জনক হওয়ায় তাকে কুস্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক সিমা বিশ্বাস।

আহত নাইম জানান, বামুন্দী বাজারের ৩০ শতক জমির মধ্যে তিন শতক জমি আছে মক্করেরর ছেলে রাজমুল ইসলামের মা আজিরন নেছার। আমরা তিন শতকের পরিবর্তে আজিরনকে ৮ শতক জমি ছেড়ে দিয়েছি। পরে রাজমুল ও তার লোকজন পুরো জমি জোর দখল করে। জমি দখলে বাধা দিলে বামুন্দি গ্রামের রাজমুলের নেতৃত্বে সাব্বির, আবির,সেন্টু হাসিবসহ ১০/১৫ জন লোক হাসুয়া, লাঠি, ডেগার ও রামদা দিয়ে আমাদের ওপর আতর্কিত হামলা করে রক্তাক্ত জখম করে। এসময় কয়েকটি দোকানে হামলা চালায় এবং নগদ টাকা লুটপাট করার অভিযোগ করেন আহতরা।

এবিষয়ে হামলায় নেতৃত্বদানকারী রাজমুল জানান,আজিজুল ইসলাম আমার

মামা। আমার মায়ের অংশের জমি দখল দেয়না। সেই জমি দখল নিয়ে আজকের মারামারি। তবে টাকালুট ও দোকান ভাংচুর করার বিষয়টি তিনি অস্বিকার করেন।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি বানী ইসরাইল বলেন, জমিজমা নিয়ে বামুন্দী বাজারে মারামারির ঘটনা শুনে পুলিশ পাঠিয়ে সকলকে শান্ত করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত কেউ অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

কুষ্টিয়ায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের হামলায় নিহত ১

কুষ্টিয়ার মিরপুরে পূর্ববিরোধ, চর দখল ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের হামলায় গুলিবিদ্ধ হয়ে তৌহিদ সর্দার
(৪৫) নামের একজন নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় তিন জন গুলিবিদ্ধসহ আহত হয়েছে মোট ১০ জন।

আজ রোববার (১০ নভেম্বর) সকালে উপজেলার বহলবাড়ীয়া ইউনিয়নের নওদা খাদিমপুর গ্রামে এই হতাহতের ঘটনা ঘটে। নিহত তৌহিদ সর্দার নওদা খাদিমপুর এলাকার মৃত মোজাহার সর্দারের ছেলে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে পূর্ববিরোধ, এলাকায় চর দখল ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে নওদা খাদিমপুর এলাকার গায়েন বংশের সাথে সর্দার বংশের বিরোধ চলে আসছিল। গতকাল গায়েন বংশের কয়েকজন ছেলে স্কুলে যাওয়ার পথে সর্দার বংশের লোকজন তাদের মারধর করে। আজ সকালে সর্দার বংশের লোকজন মাঠে কাজ করতে যাওয়ার পথে আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত হয়ে গায়েন বংশের লোকজন তাদের ওপর গুলিবর্ষণসহ হামলা চালিয়ে পালিয়ে যায়। হামলার ঘটনায় তৌহিদ সর্দারসহ বেশ কয়েকজন গুলিবিদ্ধসহ ১১ জন আহত হয়। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে তৌহিদ সর্দার মারা যায়। বাকিরা চিকিৎসাধীন রয়েছে।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমিনুল ইসলাম তৌহিদ সর্দার নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, দীর্ঘদিন আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে নওদা খাদিমপর এলাকার গায়েন বংশের সাথে সর্দার বংশের বিরোধ চলে আসছিল। এরই জের ধরে আজকে এই হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। হামলাকারীদের ধরতে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে। নতুন করে সংঘর্ষ এড়াতে ঐ এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়েছে।

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় প্রতিপক্ষের হামলায় ভাংচুর-লুটপাট

ঝিনাইদহ শৈলকুপা উপজেলার নিত্যানন্দপুর ইউনিয়নের শেখড়া গ্রামের নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় প্রতিপক্ষের ১০ টি বাড়িঘরে হামলা চালিয়ে ভাংচুর ও লুটপাট করার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শনিবার রাতে উপজেলার ওই গ্রামের মোল্লাপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে নিত্যানন্দপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মফিজ উদ্দিন বিশ্বাস ও সাবেক চেয়ারম্যান ফারুক হোসেন বিশ্বাসের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিলো। গত উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ফারুক হোসেন জয়ী চেয়ারম্যান প্রার্থী মোস্তফা আরিফ রেজা মন্নু ও মফিজ উদ্দিন শামীম হোসেন মোল্লাকে সমর্থন নেয়। উপজেলা নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে মোস্তফা আরিফ রেজা মন্নু নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই নিত্যানন্দপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে ফারুক হোসেনের সমর্থকরা ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে মফিজ উদ্দিনের সমর্থকদের মারধর ও বাড়িঘরে হামলা চালিয়ে আসছে। এরই জের ধরে শনিবার রাতে শেখড়া গ্রামের ফারুকের সমর্থক আমোদ ফকির ও গিয়াস বিশ্বাসের লোকজন মফিজের সমর্থক শাহাদাৎ শেখ, মনিরুল শেখ, আবু কালাম, গফুর মোল্লা, মজিবর শেখ, আজিবর শেখসহ ১০ জনের বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাংচুর ও লুটপাট করে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। এ ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা

বিরাজ করছে।

শৈলকুপা থানার ওসি সফিকুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, শেখড়া গ্রামে গেল রাতে মফিজ উদ্দিনের সমর্থকদের কয়েকটি বাড়ি ভাংচুর করেছে ফারুকের লোকজন। আমরা রাতেই গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে এনেছি। বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। লিখিত অভিযোগ দিলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরে প্রতিপক্ষের হামলায় দুই নারী আহত

মেহেরপুরে পূর্ব শত্রুতা জের ধরে পারুলা খাতুন (৪৫) ও মর্জিনা খাতুন (৫০) নামের দুই নারীকে কুপিয়েছে জখম করেছে প্রতিপক্ষরা।

আজ বৃহস্পতিবার (৬ জুন) সকাল ৯ টার সময় মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

আহত পারুলা খাতুন শ্যামপুর গ্রামের কলনি পাড়ার আব্দুর রশিদের স্ত্রী এবং মর্জিনা খাতুন পারুলা খাতুনের জা ও মোঃ বায়তুল্লার স্ত্রী।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পারুলা খাতুনদের সাথে একই পাড়ার রমেশের ছেলে শিপনদের সাথে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলছে।
শিপনরা পূর্বেও মর্জিনা খাতুনের মাথা ফাটিয়ে ও খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলো পারুলাদের দায়ের করা মামলায় শিপন মাস খানেক আগে জেল থেকে বের হয়ে এসেছে। জেল থেকে বের হয়ে এসে বিভিন্ন ভাবে হুমকি ধামকি দিয়ে আসছিলো।

আজ সকালে পারুলা খাতুন গোবর ফেলতে বাড়ির বাইরে আসলে শিপন, শিপনের মা বিবিজান ও মনিরুলের স্ত্রী আদুরি খাতুন অতর্কিত হামলা করে। তার চিৎকারে তার জা মর্জিনা খাতুন আসলে দুজনকেই হাসুয়া দিয়ে কোপ মারে।

পরে স্থানীরা তাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শ্যাযা বিশিষ্ট

জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

কুমারখালীতে ভোটকেন্দ্রে প্রতিপক্ষের হামলা, আহত ব্যক্তির মৃত্যু

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের হামলায় আহত তারিক মন্ডল (৪০) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।

আজ রবিবার (২৬ মে) সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

এর আগে গত সোমবার (২১ মে) বিকেল ৪টার দিকে কুমারখালি উপজেলার জয়নাবাদ কলোনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে এ হামলার ঘটনা ঘটে। আহত অবস্থায় তিনজনকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তারিকের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর পরামর্শ দেন। সেখানেই আজ চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে।

এ ঘটনায় ১২ জনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এ মামলায় এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।

নিহত তারিক মন্ডল কুমারখালী উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের জয়নাবাদ গ্রামের মন্ডলপাড়ার গোলাম মোস্তফার ছেলে। তিনি আনারস প্রতীকের চেয়ারম্যান প্রার্থী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল মান্নান খানের কর্মী ও সমর্থক। মান্নান খান ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন।

অভিযুক্তরা পরাজিত মোটরসাইকেল প্রতীকের প্রার্থী গোলাম জিলানী পিটারের সমর্থক ও কর্মী।

চাপড়া ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য রিপন মন্ডল বলেন,

আনারস প্রতীকের চেয়ারম্যান প্রার্থী মান্নান খানের কর্মী ও সমর্থকদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা করেছে প্রতিপক্ষের লোকজন। গুরুতর আহত তারিকের মৃত্যু হয়েছে। পরাজিত মোটরসাইকেল প্রতীকের প্রার্থী পিটারের সমর্থক ও কর্মী লাল, মধু, আজিজুলসহ প্রায় ১০-১৫ জন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাদের ওপর হামলা করে। এ ঘটনায় বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

কুমারখালী থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আকিবুল ইসলাম আকিব বলেন, আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের হামলায় তারিক মারা গেছেন। ওই এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। অপ্রীতিকর যে কোনো ঘটনা প্রতিরোধে পুলিশ কাজ করছে। ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এ ঘটনায় ১২ জনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে প্রতিপক্ষের হামলায় নিহত ১

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ধান কাটা নিয়ে প্রতিপক্ষের হামলায় ইউনুস আলী (৬০) নামে একজন নিহত হয়েছেন। নিহত ইউনুস আলী কুমারখালি উপজেলার শিলাইদহ ইউনিয়নের খোদ্দ বনগ্রামের বাসিন্দা।

আজ শনিবার (১৮ মে) সকালের দিকে উপজেলার খোর্দ্দ বনগ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানায়, শনিবার সকালে ৭টার দিকে ধান কাটাকে কেন্দ্র করে ইউনুস আলী ও মুক্তার আলীর মধ্যে কথাকাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে মুক্তার আলী ও তার লোকজন মিলে ইউনুস আলীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ইউনুসকে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় দুজন আহত হয়েছেন, তাদের স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আকিবুল ইসলাম জানান,

সকালে ধান কাটাকে কেন্দ্র করে ইউনুস আলী ও মুক্তার আলীর মধ্যে বাগ্বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে হামলার ঘটনা ঘটে। এতে ইউনুস আলী জখম হন। পরে তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় কুমারখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পর মারা যান।

তিনি আরও জানান, নিহত ইউনুস আলী ও মুক্তার আলী একে অপরের আত্মীয়। সম্পর্কে বেয়াই। তাদের উভয়ের ছেলে মেয়ের সাথে বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে অশান্তি বিরাজ করছিলো। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

প্রতিপক্ষের হামলায় ঝিনাইদহে ইউপি সদস্য খুন, বাড়িঘর ভাংচুর ও লুটপাট

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার মীনগ্রামে আওয়ামী লীগের দু’পক্ষের আধিপত্য বিস্তারের জেরে হাবিবুর রহমান রিপন (৪৫) নামের এক ইউপি সদস্যকে পিটিয়ে হত্যা করেছে প্রতিপক্ষরা।

আজ সোমবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে আবাইপুর-মীনগ্রামের সড়কে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রিপন আবাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের ৭নং ওয়ার্ডের মেম্বর ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক।

স্থানীয়রা জানায়, এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে আবাইপুর ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান হেলাল উদ্দিন বিশ্বাস ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আবুল কালামের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিলো। আবুল কালাম স্থানীয় সংসদ সদস্য আব্দুল হাই এর অনুসারী এবং হেলাল উদ্দিন বিশ্বাস জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি নজরুল ইসলাম দুলালের ছোট ভাই। আবুল কালাম আজাদ শারীরিক ভাবে অসুস্থ থাকায় তার ছেলে রিপন তার দলের নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলো। দুলাল বিশ্বাসের পোস্টার ছেড়াকে কেন্দ্র করে গত শুক্রবার হেলালের সমর্থকদের সাথে ইউপি সদস্য রিপনের সমর্থকদের মারামারি হয়।

এ ঘটনায় পুলিশ উভয় পক্ষের ৪ জনকে আটক করে। গতকাল রোববার রাতে ইউপি সদস্য হাবিবুর রহমান রিপন শৈলকুপা থানা থেকে মারামারির ঘটনা মিমাংসা করে ফিরছিলো। পথে মিনগ্রমের মাঠের মধ্যে এলে আগে থেকে ওৎ পেতে থাকা হেলালের সমর্থকরা তাদের গতিরোধ করে কুপিয়ে ও পিটিয়ে গুরুতর আহত ও যখম করে। সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে রাত সাড়ে ৩ টার দিকে তিনি মারা যায়। এদিকে মৃত্যুর খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে বেশ কয়েকটি বাড়িঘর ভাংচুর ও লুটপাট করা হয়।

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এস এম রাজু আহমেদ বলেন, সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ঘটনাটি ঘটেছে। এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এই হত্যার সাথে যারা জড়িত তাদের দ্রুত গ্রেফতার করা হবে।

গাংনীতে প্রতিপক্ষের হামলায় নারীসহ তিনজন আহত

বাড়ির উঠানের বেড়া পড়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের হামলায় নারীসহ তিনজন আহত হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত বুধবার সকালে গাংনী উপজেলার মিনাপাড়া গ্রামে।

আহতরা হলেন আবু বকরের ছেলে আকতারুল(৪০) ও তার মা সোহাগী (৬০) এবং ছেলে বাহারুল(১৩)।
আহতদেরকে প্রথমে গাংনী ও পরে কুষ্টিয়া মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। এ ঘটনায় গাংনী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন আহত আকতারুল।

জানা গেছে, আকতারুল ও তার সৎভাই মতিয়ার পাশাপাশি বাস করেন। মাঝখানে রয়েছে একটি বেড়া। হঠাৎ করে ওই বেড়াটি কাত হয়ে পড়ে গেলে মতিয়ার ও তার বাড়ির লোকজন আকতারুলের উপর সন্দেহ করে গালাগালি দেয়। এর প্রতিবাদ করায় মতিয়ারও তার ছেলে বউ মিলে আকতারুলের বাড়িতে হামলা চালায়। এতে আকতারুল তার মা সোহাগী এবং ছেলে বাহারুল আহত হয়।